দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 OCT 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

নতুন শিক্ষাবর্ষে ৮টি বিভাগে ভর্তি হতে পারছে না শিক্ষার্থীরা : আগামীতে আরও ৬টি বিভাগে ভর্তির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হচ্ছে

শাহজাহান ওন্ড : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর অবাঞ্ছিত নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ এ বিদ্যাপীঠে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের দরজা বন্ধ করছে। এবার নতুন করে আরও পাঁচটি বিভাগে মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগে থেকেই আরও তিনটি বিভাগে যোগ্যতা থাকার পরও ভর্তি করা হয় না মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের। ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে মোট আটটি বিভাগে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আগামী বছর আরও ছয়টি বিভাগে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভর্তির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ স্নাতক শ্রেণীর ভর্তি ফরম আগামীকাল (রোববার) বিতরণ শুরু হচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, ভর্তি ফরমের নির্দেশিকায় মোট আটটি বিভাগে মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তির দ্বার বন্ধ করার শর্তারোপ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব এবং উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ। এগুলোর মধ্যে শেষের পাঁচটিতে এবছর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে গত বছর শর্তারোপ করা হয়েছিল। বাংলা এবং ইংরেজিতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি করা হচ্ছে না। সূত্র জানিয়েছে, এই আটটি বিভাগেই মাদ্রাসার পৃঃ ১০ কঃ ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ করতে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ইংরেজি ও বাংলায় দুইশ' নম্বর থাকতে হবে বলে শর্তারোপ করা হয়েছে। অথচ মাদ্রাসার ছাত্ররা এই দুই স্তরে একশ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। সূত্র জানিয়েছে, ইতিপূর্বে যে তিনটি বিভাগে মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ ছিল তাতে শর্ত ছিল শুধু উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে দুইশ' নম্বর থাকতে হবে। এর ফলে কেউ দাখিল পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখিত বিভাগগুলোতে ভর্তি হতে পারত। কিন্তু এবার দাখিল পাশধারীর জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দরজা।

গত বছর সাংবাদিকতা বিভাগে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভর্তির পথ রুদ্ধের নিয়ম করার পর ছাত্রদের পক্ষ থেকে উকিল নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার যৌক্তিক জবাব দিতে পারেনি বলে জানা গেছে। এদিকে সাংবাদিকতা বিভাগে গত বছর বাংলা ও ইংরেজিতে কেবল এইচএসসি/আলিমে দুইশ' নম্বর থাকার বিষয়ে যে শর্তারোপ করা হয়েছিল, তা শুধু ভর্তি নির্দেশিকায় ছিল। নিয়ম অনুযায়ী একাডেমিক কমিটি, ফ্যাকাল্টি হয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশসহ সিন্ডিকেটে পাশ হতে হয়। যা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব ভর্তি পরীক্ষা কমিটির। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অমান্য করা হয়। অর্থাৎ বিধিটি কোথাও পাশ না হওয়া সত্ত্বেও শুধু ভর্তি নির্দেশিকায় থাকার কারণে গত বছর সাংবাদিকতা বিভাগে মাদ্রাসার ছাত্ররা ভর্তি হতে পারেনি। এবছরও একই ধরনের ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, প্রথমে অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিষয়টি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হলে তা নাকচ হয়ে যায়। একইসঙ্গে সিন্ডিকেট সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে শোকজ করে। এ অবস্থায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে। অপরদিকে অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা প্রচার করলেও ভর্তি নির্দেশিকায় শর্তটি স্থান পেয়েছে। এরফলে সাংবাদিকতা বিভাগের মতো অন্য পাঁচটি বিভাগও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা সিন্ডিকেটকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানো হয়েছে। এদিকে সিন্ডিকেটের নেতিবাচক মনোভাবের পরও এক্সবার ভর্তির নির্দেশিকায় স্থান পাওয়া নতুন শর্তের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশকিছু শিক্ষক ডিসি প্রফেসর এস এম এ ফয়েজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি বলেন, আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অনুষদকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তি সঙ্গতভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছি। যাতে কেউ অযথা হয়রানি বা বঞ্চিত না হয়।